কার্যপত্র

(ত্রিমাসিক প্রস্তুতি সম্ভার)

প্রথম শ্রেণির শিশুদের জন্য

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

নাম .....

শ্রেণি ..... রোল নং .....

বিদ্যালয় .....

প্রকাশক

সমগ্র শিক্ষা, অসম, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০১৯

ভূমিকা

বুনিয়াদি স্তরে শিশুদের বৃদ্ধি, সামগ্রীক বিকাশ এবং শেখার সুদৃঢ় ভিত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য, সুস্থ জীবন যাপন, সফল ভাব বিনিময়, ভাষা সাক্ষরতা, গাণিতিক চিন্তাধারা, পরিবেশ সজাগতা ইত্যাদি প্রাথমিক দক্ষতাগুলো আয়ত্তকরণের জন্য এই স্তরে সমতাপূর্ণ গুণগত শিক্ষা সহজলভ্য হওয়া খুবই অপরিহার্য। তাই রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) শিশুদের সর্বোত্তম শেখার অর্থে বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির শুরুতে প্রাকপ্রাথমিক শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় মূল দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ৩ মাস বা ১২ সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে করণীয় কাজের সহায়ক হিসাবে বিদ্যালয় প্রস্তুতি মডিউল 'বিদ্যা প্রবেশ' রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) প্রস্তুত করে প্রকাশ করেছে। এই বিদ্যালয় প্রস্তুতি কার্যসূচিটি প্রাকপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত ঘাটতি পূরণের জন্য সেতু হিসাবে পরিমাপক হবে। যেসব কার্য শিশুর বিকাশোপযোগী দক্ষতাগুলোর ভিত সুদৃঢ় করে সে সবই আবার শিশুদের পরবর্তী স্তরে অগ্রিম দক্ষতাগুলো সহজেই আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়ত্ত করতে সামর্থবান করে তোলে। তাই প্রথম শ্রেণির শুরুই যদি সাবলীল ও আরামদায়ক হয় তবে শিশুরা সফলতার সঙ্গে শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়ায় এবং বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাযোজন করতে পারবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বর্তমানে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বিশেষ করে বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান আহরণের জন্য একটি সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সময়মতো বিকাশোপযোগী ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্তিতে বিভিন্ন পটভূমি থেকে আগত শিশুদের সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় মূল দক্ষতা আয়ত্ত করতে সুযোগ দিলে তাদের সর্বাত্মক বিকাশ সাধনে সহায়ক হবে। বিদ্যা প্রবেশ নিপুন ভারতের বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যা জ্ঞানের রাষ্ট্রীয় অভিযান। ভারত সরকারের অনুমদনক্রমে প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত ও অনভিজ্ঞ প্রত্যেক শিশুর জন্য এই বিদ্যা প্রবেশ মডিউলটি কার্যকরী হবে। এই মডিউলটি স্থানীয় শেখানো ও শেখার উপাদান বা সামগ্রী ব্যবহার করে আদান-প্রদান করলে শিশুদের জন্য নির্ধারিত দক্ষতাগুলো আয়ত্তকরণে শিক্ষকের সহায়ক হবে, সেইসঙ্গে শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি সাবলীল, ভয়হীন ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। শিশুর বিকাশের জন্য নেওয়া প্রচেষ্টায় অভিভাবক ও সমাজের জড়িতকরণ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয় প্রস্তুতি মডিউলর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণিতে যে শিশুরা প্রবেশ করছে ওদের বিকাশের লক্ষ্য, দক্ষতা এবং শেখার ফলাফলের গুরুত্ব বুঝে তিনমাসের (১২ সপ্তাহের) জন্য কর্মশালার মাধ্যমে একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মশালায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ছাড়াও রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম এবং জেলা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জড়িত করা হয়েছে।

এই কার্যপত্রটির ব্যবহারযোগ্যতা এবং গুণগত মান উন্নতকরণের জন্য সকল পক্ষের মতামত এবং সলা-পরামর্শ কামনা করছি।

(ড° নিরদা দেবী)
সঞ্চালক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি

প্রথম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত শিশুদের জন্য স্থানীয় পরিস্থিতি এবং ওদের প্রয়োজন অনুযায়ী 'বিদ্যালয়ের জন্য ত্রিমাসিক প্রস্তুতি মডিউল' একটি শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর জন্য প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই মডিউলটি 'বিদ্যালয় প্রবেশ'-এর ত্রিমাসিক খেলভিত্তিক বিদ্যালয় প্রস্তুতির নির্দেশনাবলীতে (পৃষ্ঠা ১২-৩৫)দেওয়া আছে।

পরিকল্পিতভাবে ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে মডিউল আদান-প্রদান, শিশুর অগ্রগতি বা মান নিরূপণের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিশুর শেখার সময় পিতা-মাতা ও সমাজকে জড়িতকরণ, সাপ্তাহিক দিনপঞ্জি প্রস্তুতির সময়সূচি বা দৈনিক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষক ও অভিভাবকেরা কীভাবে রূপায়ণ করবেন এই সবকিছুই একত্রিত করে মডিউলটির পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকলাপগুলো আদান-প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলো লক্ষ রাখবেন বলে শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীদের থেকে আশা করা হচ্ছে।

- বিকাশের লক্ষ্য, দক্ষতা ও শেখার ফলাফলের (বিদ্যালয় প্রবেশের পরিশিষ্ট-১) কথা মনে রেখেই তিন মাসের (১২ সপ্তাহের) পরিকল্পনা করে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিকাশ সাধনের তিনটি লক্ষ্য থেকেই শিশুদের প্রত্যেক দিন অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিতে হবে।
- মডিউলটিতে কার্যসূচির আদান-প্রদানের জন্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সময়সূচির সঙ্গে ক্রিয়াকলাপ প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে। (বিদ্যাপ্রবেশ পৃষ্ঠা ১২-৩৫)
- কার্যসূচি পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করতে, যেমন— শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর সূচনা করা, শিশুদের সূচনা করা ক্রিয়াকলাপ, ভিতরের ও বাইরের ক্রিয়াকলাপ, বড়ো দল ও ছোটো দলের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা এবং শেখার সুযোগ নমনীয় করার জন্য গল্প, ভঙ্গিমা গান ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
- এই ত্রিমাসিক মডিউলটির সফল রূপায়ণের জন্য শিশুদের উপযোগী করে একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি মডিউলটি শুরু করার আগেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করে নেবেন এবং শিশুদের জন্য প্রকাশিত কার্যপত্রটির ক্রমিক নং অনুসারে ক্রিয়াকলাপগুলো করাবেন।
- মডিউলটি আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শেখানোর সামগ্রীর বিষয়ে পূর্বপরিকল্পনা করবেন। এই শেখার সামগ্রীগুলো খরচবিহীন, কম খরচের অথবা বিনা খরচে স্থানীয় উপকরণ শেখার সামগ্রী হিসাবে, যেমন— গাছের পাতা-ডাল, নুড়িপাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলো অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করবেন।
- স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত পুতুল এবং সামগ্রীর ব্যবহার করবেন। শিশুরা যাতে সামগ্রীগুলো সহজেই ব্যবহার করতে পারে এবং নিরাপদে সেই সামগ্রীগুলো পেতে পারে সেটি নিশ্চিত করবেন।
- নির্বাচিত ক্রিয়াকলাপ অনুযায়ী শিশুদের বসার ব্যবস্থা পরিকল্পনা করবেন। শিশুদের সঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি (CWSN) লক্ষ রেখে ওদের সাহায্য করবেন।
- শিশুদের শেখার কার্যে যথেষ্ট সময় জড়িত হয়ে থাকার সুযোগ দেবার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্রিয়াকলাপ ও কার্যপত্রের পুনরাবৃত্তি করাবেন।
- শিশুর আগ্রহকে ভিত্তি করে নির্ধারিত দৈনিক ক্রিয়াকলাপের সময়সূচি বা উদাহরণের সাপ্তাহিক সময়সূচির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অদল-বদল করবেন বা সেটি নমনীয় করতে পারেন।

- প্রত্যেকটি দিনের ক্রিয়াকলাপের সময়সূচি রূপায়ণ করার জন্য, যেমন- দেখা হলে সম্ভাষণ জানানো, বৃত্তাকার বৈঠকে মুক্তভাবে ভাব বিনিময় করা, মুক্তভাবে খেলা, বাইরের খেলা, বিদায় পর্ব, আহার গ্রহণ, ভাষার সাক্ষরতা এবং সাংখ্যিক জ্ঞানের জন্য ক্রিয়ালাপ ইত্যাদি সুচলভাবে সম্পাদন করতে নির্দেশাবলীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- শিশুর অগ্রগতির খতিয়ান এবং মূল্যাঙ্কনের রূপরেখার পর্যায় জানতে সম্পূর্ণ তিনমাসের জন্য প্রতিজন শিশুর মাসিক অগ্রগতির খতিয়ান মাস অনুযায়ী মূল্যাঙ্কনের রূপরেখায় (বিদ্যাপ্রবেশের পরিশিষ্ট-২) দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিজন শিশুর অগ্রগতির মূল্যাঙ্কন করার সময় পূর্বের পর্যায়ে কতোটুকু শিখেছে সেটি জানার জন্য মূল্যাঙ্কন করবেন।
- তৃতীয় পর্যায়ের মূল্যাঙ্কন সম্পূর্ণ করার পর প্রতিজন শিশুর তথ্যগুলো একত্রিত করবেন এবং সংগ্রহও করে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে শিশুদের সাহায্য হয়। তদুপরি শেখার অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করতে বাবা-মা, অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করার সময় এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কার্যসূচি অদল-বদল করতে সহায়ক হয়।

কার্যপত্রের বিষয়ে কিছু কথা —

প্রথম শ্রেণিতে যে শিশুরা প্রবেশ করেছে সেই শিশুদের বিকাশের লক্ষ্য, দক্ষতা ও শেখার ফলাফলের গুরুত্ব বুঝে এবং শিশুর জ্ঞানোপার্জনের জন্য প্রস্তুত করে প্রকাশিত ত্রিমাসিক (১২ সপ্তাহ) কার্যপত্রটিতে যেসব ক্রিয়াকলাপ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো শিশুর জন্য মনোগ্রাহী রূপে উপস্থাপন করতে যতদূর সম্ভব প্রয়াস করা হয়েছে। এই কার্যপত্রে সন্নিবিষ্ট প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীরা ওদের উদ্দেশ্যে দেওয়া নির্দেশনাগুলো হৃদয়ঙ্গম করে শিশুদের সর্বাত্মক বিকাশের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন।

কার্যপত্রে যে ক্রিয়াকলাপগুলো আছে সেগুলো করার সময়ে শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীরা নিম্নলিখিত দিকগুলো খেয়াল রাখবেন—

☞ সর্বপ্রথমে শিশুদের ক্রিয়াকলাপের জন্য আগ্রহী করে তুলতে ওদের সঙ্গে স্নেহ-মমতাপূর্ণভাবে কথা বলে সহজ হয়ে যাবেন।

☞ ক্রিয়াকলাপ করাবার সময় শিশুদের ছবি দেখে নাম বলতে দেবেন, না পারলে সাহায্য করবেন।

☞ স্লেট যদি সহজে উপলব্ধ না হয় তবে পুরোনো ক্যালেন্ডার, কার্ড, খাতা ইত্যাদির খালি বা সাদা অংশে শিশুদের আঁকিবুকি করতে উৎসাহিত করবেন।

☞ ভঙ্গিমা গান, কবিতা ভালো করে আওড়ে নেবেন যাতে শিশুদের শেখাবার সময় কার্যপত্র দেখাতে না হয়।

☞ বিন্দুগুলো সংযোগ করার ক্ষেত্রে তির চিহ্নের দিক অনুসারে করাবেন এবং প্রয়োজনে হাতে ধরে করাবেন।

☞ কিছু নমুনা নিজের মতো করে অঙ্কন করে শিশুদের প্রাক লিখন অভ্যাস করাবেন।

☞ ছোটো-খাটো প্রশ্নের মাধ্যমে শিশুদের সহজভাবে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

☞ প্রতিটি শিশু যাতে কথোপকথনে ভাগ নেয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

☞ কার্যপত্রে যে ছবিগুলো আছে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য ছবির সাহায্যেও শিশুদের খোলাখুলিভাবে কথা বলতে দেবেন।

☞ শিশুদের মনে উদিত প্রশ্নগুলো বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞেস করার সুযোগ দেবেন।

☞ কার্যপত্রের ক্রিয়াকলাপগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী করাবেন।

☞ প্রত্যেক শিশু যে ক্রিয়াকলাপগুলো করেছে সেগুলের নমুনা পোর্টফোলিয়োতে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুর প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ করানোর সময় সাহায্য করবেন।

বিদ্যালয় শুরু হবার প্রথম দিন থেকেই শিশুরা যাতে অনাময় ব্যবহারের শুদ্ধ ও স্পষ্ট ধরণা প্রতিদিন লাভ করে, সেটি নিশ্চিত করবেন। অনাময় ব্যবহার ছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে সজাগতা এবং সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের জন্য, যেমন — জল অপচয় না করা, বৈদ্যুতিক বাতি-পাখা ইত্যাদি অপ্রয়োজনে জ্বালিয়ে না রেখে নিভিয়ে দেওয়া এই কথাগুলো ছবিসহ ক্যালেন্ডারের মতো এঁকে ঝুলিয়ে রাখবেন।